



130708 - দুই মসজিদ কাছাকাছি; দ্বিতীয়টিতে মুসল্লি কম বা নাই বললে চলবে; এমতাবস্থায় কোন মসজিদে নামায পড়বেন?

প্রশ্ন

আমাদের এলাকাতো কাছাকাছি দুটো মসজিদ রয়েছে। একটি মসজিদ মুসল্লিতে ভরপুর। অপরটিতে মুসল্লি নাই; এমন কি কখনও কখনও সেই মসজিদ খোলা হয় না। এমতাবস্থায় কোনটিতে নামায পড়া উত্তম: যে মসজিদে মুসল্লি ভরপুর; নাকি দ্বিতীয় মসজিদটিকে আবাদ করা? দ্বিতীয়ত: বারাকাল্লাহু ফকি; যে মসজিদটি মুসল্লিতে ভরপুর সেই মসজিদে ইমাম সুন্নাহর পাবন্দা নন। তিনি টাকনুর নীচে কাপড় পরেন। তিনি সুন্নাহকে গুরুত্ব দেন না। পক্ষান্তরে, অন্য মসজিদে ইমাম সাধ্যানুযায়ী এক রকম সুন্নাহর অনুসারী। আশা করব আপনারা বিষয়টি পরিস্কার করবেন যে, কোন মসজিদটিতে নামায পড়া উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মসজিদে বিস্তার ও মসজিদ বাড়ি; এমনকি সটো এক মহল্লায় হলও এটি কল্যাণের আলামত। এটি মানুষকে আল্লাহর ঘরে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু তারপরও আমরা কিছু বিষয়ে সতর্ক করছি:

১। মসজিদগুলো যেন অতি বিশেষ কাছাকাছি স্থানে নির্মাণ করা না হয়; যাতে করে এটি মুসলমানদেরকে বিভিদ্বে-বচ্ছদ্বে দিকে ধাবিত না করে। হতে পারে এ মসজিদগুলো নির্মাণে কিছু অপব্যয় হবে, বাহাদুরি হবে এবং মুসল্লি না থাকার কারণে কোন কোনটি কখনও কখনও বন্ধ থাকতে পারে।

২। উভয়টিতে জুমার নামায আদায় না করা। বরং উভয়টির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড় স্টেটিতে জুমার নামায আদায় করা; যাতে করে মুসল্লিরা সবাই এক মসজিদে একত্রিত হতে পারে।

৩। যাই স্থানগুলোতে আদৌ মসজিদ নাই সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা; যেখানে মসজিদ আছে কিন্তু মুসল্লিদের স্থান সংকুলান হয় না সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার চেষ্টা উত্তম।

দুই:



আপনি যি পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন সেগুলোর আলোকে আমরা মনে করি প্রথম মসজিদে নামায পড়াই উত্তম; নমিনকোত কারণে:

১. মুসল্লিরা সবাই এক মসজিদে একত্রিত হওয়া; এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বাস্তবায়িত হবে ও সম্পর্ক বাড়বে। তারা তাদের মধ্যে কে অসুস্থ জানতে পারবে এবং তাকে দেখতে যেতে পারবে। যে দরদীর তাকে সাহায্য করতে পারবে। যে মারা গেছে তার জানাযার নামায পড়তে পারবে এবং তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।
২. যাই মসজিদে এলাকার সব মানুষ নামায পড়ে; এটি তাদেরকে তালীম দ্যো ও ওয়াজ করার জন্য সহায়ক; তারা যদি একাধিক স্থানে বক্ষিপ্ত হয়ে থাকে সেটা থেকে। কনেনা কনেন আলমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে এলে, কনেন ওয়াজে তাদেরকে ওয়াজ করতে এলে; মানুষ যদি সবাই এক স্থানে একত্রিত হয় তাহলে কল্যাণ ও উপকার তাদের সকলের কাছেই পৌঁছে।

৩। নামাযের জামাতে মুসল্লির সংখ্যা যত বেশি হবে সেটি আল্লাহর কাছে তত বেশি প্রিয়।

উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় কোন ব্যক্তির অন্য একজনকে সাথে নামায আদায় করা একা নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ এবং অন্য দুই জনকে সাথে নামায আদায় করা একজনকে সাথে নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ। যত বেশি সংখ্যা হবে তত বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়।” [সুনানে আবু দাউদ (৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৮৪৩); আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’-এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালাহে আল-উছাইমীন বলেন:

“যদি ধরে নেয়া হোক: এমন দুটি মসজিদ আছে যে দুটির একটাতো অন্যটির চেয়ে অধিক মুসল্লি হয়; সেক্ষেত্রে উত্তম হলো অধিক সংখ্যককে মসজিদটিতে যাওয়া। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় কোন ব্যক্তির অন্য একজনকে সাথে নামায আদায় করা একা নামায আদায় করার চেয়ে অধিক সওয়াবপূর্ণ।”

এটি সাধারণ। তাই যদি এমন দুইটি মসজিদ থাকে একটিকে অন্যটির তুলনায় মানুষ বেশি হয় তাহলে উত্তম হলো: বেশি মানুষের মসজিদে নামায আদায় করা। [সমাপ্ত] [আস-শারহুল মুমত আলি যাদলি মুসতানক্বি (৪/১৫০, ১৫১)]

শাইখ আরও বলেন:

“যে ব্যক্তি সীমানাবর্তী নয় তার জন্য এমন মসজিদে নামায পড়া উত্তম যেখানে সে উপস্থিত হলে জামাত অনুষ্ঠিত হয়; আর সে উপস্থিত না হলে জামাত অনুষ্ঠিত হয় না। এর উদাহরণ হচ্ছে: যদি এমন কোন মসজিদ থাকে যেখানে লোকেরা নামায আদায় করে; তবে সেখানে এমন একজন লোক আছে যিনি হাযির হলে ইমাম হন এবং জামাত অনুষ্ঠিত হয়। আর তিনি উপস্থিত



না হলে লোকেরা বর্ষিত হয়ে যায়; এই লোকেরা জন্য মসজিদকে আবাদ করার নমিত্তে এই মসজিদে নামায পড়া উত্তম।
কেননা তিনি হায়রি না হলে মসজিদ বরান হয়ে পড়ে। মসজিদ বরান হওয়া অনুচিত। এই লোকেরা এই মসজিদে নামায পড়া
অনেকে মানুষ যাই মসজিদে নামায পড়ে সেখানে নামায পড়ার চয়ে উত্তম।

তবে একটি শর্ত প্রযোজ্য আর হলো: মসজিদটি অধিক মুসল্লি সমাগমে মসজিদে কাছাকাছি না হওয়া। কেননা বলা হতে
পারে: সকল মুসলমান এক মসজিদে একত্রিত হওয়াই উত্তম এবং বচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ার চয়ে এটাই উত্তম। যদি ধরে
নয়ো হয় যে, এই মসজিদ পুরাতন; এখানে পাঁচজন বা দশজন মুসল্লি হাজরি হয়। এর পার্শ্বে আরেকটি মসজিদে অনেকে মানুষ
হায়রি হয়। এবং পুরাতন মসজিদে মুসল্লিদের উপর ঐ মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয় না; তাহলে তারা অন্য মসজিদটিতে যাবে।
এবং কটে হয়তো এটাও বলতে পারেন যে, নশ্চয় কর্তব্য হলো অপর মসজিদটির সাথে যুক্ত করে সবাই মিলে সেখানে
একত্রিত হওয়া। কেননা মানুষ যত বেশি তত উত্তম।”[সমাপ্ত][আল-শারহুল মুমতী (৪/১৫০)]

আপনাদের কর্তব্য এই ইমামকে নসহিত করতে থাকা। আশা করি আল্লাহ তাকে সুন্নাহ অনুসরণে ও সুন্নাহর প্রতি আগ্রহী
হওয়ার তাওফিক দবিনে।

সবশেষে... যে মসজিদে মুসল্লি সংখ্যা কম সেই মসজিদে আপনাদেরকে নামায পড়ার ফতোয়া দয়ার আমাদরে সুযোগ থাকত
যদি সেই মসজিদবাসী সুন্নাহকে অপছন্দ করা, সুন্নাহর বপিক্ষে ও সুন্নাহপন্থীদের বপিক্ষে লড়াই করা জন্য পরচিতি হত
এবং আপনারা তাদেরকে উপদেশে দয়ার দায়িত্ব পালন করে কোন ফলাফল না পতেনে।

এমনটা হলে এই মসজিদে আপনারা নামায আদায় করা, সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে সুন্নাহ শিক্ষা দয়া উত্তম; এতে
কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু যহেতে বসিয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছে নাই; সুতরাং আমরা মনে করি যে, আপনারা সকলে এক মসজিদে একত্রিত হবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনাদের জন্য তাওফিক ও হদ্যেতেরে দয়া করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।